তারিখ ·27·OCT·2016·
পৃষ্ঠা ··· কলাম ···

সংবাদ

প্রশ্ন ফাঁস রোধে ব্যবস্থা নিন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস থেমে নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কখনো ভর্তি পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্ন চলে যাচ্ছে জালিয়াত চক্রের হাতে। স্বল্প সময়ে প্রশ্ন সমাধান করে তা পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে ভর্তিচ্ছুদের মোবাইল ফোনে। ব্লু-টুথ ডিভাইসের মাধ্যমে তাদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে প্রশ্নের সমাধান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। আর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন মিলেছে পরীক্ষার আগেই। ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও পাওয়া গেছে এ বিদ্যাপীঠের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর। এছাড়াও দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ মেলে হরহামেশাই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের কারণে অসাধু কিছু শিক্ষার্থী উপকৃত হলেও বিপাকে পড়ছেন মেধাবী ভর্তিচ্ছুরা। অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধু শিক্ষক-কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর সহায়তায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে চলে যাচ্ছে জালিয়াত চক্রের হাতে। চক্রটি স্বল্প সময়ে প্রশ্নপত্র সমাধান করে পৌঁছে দিচ্ছে ভর্তিচ্ছুদের কাছে। মাঝে মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরীক্ষার্থীদের ধরে আইনের হাতে সোপর্দ করলেও মূল হোতারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে ১৩ ভর্তিচ্ছুকে ২ বছর করে কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রক্টর জানান, পরীক্ষা চলাকালে তারা মোবাইল ফোনে এসএমএস ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে জালিয়াতি করছিল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ মেলে। ভর্তি পরীক্ষার ১০ মিনিট আগেই প্রশ্ন ফাঁস চক্রের হাতে চলে যায় প্রশ্ন। এ চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় আটক করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক সাইফকে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এখন একটা নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা মানেই যেন প্রশ্ন ফাঁস। টিআইবির এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উভয় অংশীজন জড়িত। অথচ এই অনিয়ম যে গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাটাকেই বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই কারোর। এখানে প্রশ্ন আসে, অনবরত প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে শিক্ষা প্রশাসনের ভূমিকা কতটা কার্যকর? এ ব্যাপারে তারা কতটা আন্তরিক? যদি শিক্ষা প্রশাসন এর সমাধান চায় তবে অবশ্যই অপকর্মে জড়িতদের ধরতে হবে। এর পেছনে কলকাঠি যারা নাড়ছে তাদের শনাক্ত করতে হবে। অপরাধী ধরলে ধরতে হবে শক্ত করেই। একথা বুঝতে হবে, প্রশ্নপত্র ফাঁস কোন মামুলি অপরাধ নয়। এটা দেশকে 'মূর্খের দেশ' বানানোর ষড়যন্ত্র। এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের নৈতিকতা স্খলনের চিত্রও প্রকাশ পায়। দেখা যায়, মা-বাবাও দৌড়াচ্ছেন সন্তানের জন্য ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জোগাড় করতে। সন্তানও দ্বিধাহীন ভাবে বলছে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জোগাড় করে দেয়ার জন্য। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অন্যায় করতে শেখানো হচ্ছে। একটা দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কি পদ্ধতি থাকতে পারে। এ ধরনের অপকর্ম অনবরত চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোথায় দাঁড়াবে?

আমরা মনে করি, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস মেধাবীদের জন্য ভয়াবহ বিড়ম্বনা। বিষয়টি প্রকৃত মেধাবীদের মনোবল নষ্ট করে এবং পরীক্ষার ওপর বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। এর ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হয়, শৃঙ্খলা তত হারিয়ে যায়। ফলে অপরাধ প্রবণতা আরও বাড়ে। কাজেই দুষ্কর্মের হোতাদের সঠিক সাজা হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই। প্রশ্ন ফাঁস রোধে এখনই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংশ্লিষ্ট মহলকে আরও দায়িত্বশীল ও সতর্ক হতে হবে।